দৈনিক সংবাদ

037

তারিখ 11 OCT 1989
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

৩২

(সম্পাদক দায়ী নন)

মাধ্যমিক পরীক্ষায় বহিরাগত পরীক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বেশ কয়েকটি বিষয়ে ব্যবহারিক Practical পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে, এগুলোর মধ্যে সাধারণ বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র, টাইপ লিখন, খাদ্য পরিপুষ্টি, সঙ্গীত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর এ সব পরীক্ষা মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকেন এক বা একাধিক 'বহিরাগত পরীক্ষক' গত ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় টাইপ লিখনের 'বহিরাগত পরীক্ষক' নিয়োগ বোর্ড কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে করা হয়েছে। ফলে কিছুটা হলেও স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও যথার্থ মূল্যায়িত হয়েছে। সঙ্গীত বিষয়ের পরীক্ষা সম্পূর্ণ বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে বোর্ড অফিস প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অন্যান্য বিষয়সমূহের ব্যবহারিক পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত যে সব স্কুলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থী বেশী থাকে সে সব স্কুলের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকগণের মধ্য থেকেই 'বহিরাগত পরীক্ষক' নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণবিহীন, এমন কি নন গ্রাজুয়েট শিক্ষকও, উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হন। অন্যান্য স্কুলে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার্থীর স্বল্পতার জন্য তাঁদের নিযুক্ত করা হয় না। তদুপরি এই নিয়োগ সম্পূর্ণ আন্তঃকেন্দ্র এবং কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং অসদুপায় অবলম্বনের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে একজন প্রকৃত মেধাবী ছাত্র, একজন নিম্নমানের ছাত্রের চেয়েও কম নম্বর পায় যা সামগ্রিক ফলাফলকে ও প্রভাবিত করে।

অপরদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 'বহিরাগত পরীক্ষক' নিয়োগ বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র বহির্ভূত শিক্ষককে 'বহিরাগত পরীক্ষক' নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ফলে এ ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি কিম্বা দুর্নীতির অবকাশ থাকে না এবং ছাত্ররাও যথার্থ মূল্যায়িত হন।

এমতাবস্থায়, বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন আগামী ১৯৯০ সালের এস, এস, সি পরীক্ষা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ন্যায় মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও 'বহিরাগত পরীক্ষক' নিয়োগ বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে এনে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বাইরে থেকে 'পরীক্ষক' নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক।

শ্যামল চন্দ্র সরকার,
কুমারপট্টি, ঝালকাঠি।